প্রথম আলো

তারিখ 05 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

রোববার, ৫ জুলাই ২০০৯

editorial@prothom-alo.info

১২

প্রচেষ্টার ১০ বছর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ

মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর অনিয়মের আশঙ্কা বাড়ায়

দেশের নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মৌখিক অংশের নম্বর ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ করে এক পরিপত্র জারি হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে পরিপত্র জারির প্রক্রিয়া চলছে বলে খবর বেরিয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর পুনর্নির্ধারণের এ সিদ্ধান্তের পক্ষে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো যুক্তি তুলে ধরেনি। দেশজুড়ে এ সিদ্ধান্তের ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে।

সমালোচনা, এমনকি বিরোধিতার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বরের সুযোগে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, দলীয়করণসহ নানা অনিয়ম হয়েছে। রাজনৈতিক সরকারগুলো নিজেদের দলীয় লোকজনের চাকরি পাওয়ার সুবিধা সৃষ্টি করতে এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। শুধু দলীয়করণ নয়, এই সুযোগে ব্যাপক দুর্নীতিও হয়। মৌখিক পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থীকে ইচ্ছামতো নম্বর দেওয়ার সুযোগ থাকে। ফলে নম্বর বাড়ানো হলে অনিয়মের সুযোগও বেড়ে যায়। অতীতে এসব ঘটেছে বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে ১০ নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং তাতে অনিয়ম-দুর্নীতি ব্যাপকভাবে কমে এসেছিল বলে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, টিআইবি, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ওই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছিল। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের কী প্রয়োজন দেখা দিল, এই প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মহলে উঠেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা জাতি গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক ধাপ। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক হিসেবে যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগ-প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার প্রয়োজন শুধু যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের স্বার্থেই নয়, এখানে নৈতিকতার প্রশ্নও বিরাট। রাজনৈতিক বিবেচনায় বা আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দিয়ে নিয়োগ লাভের সুযোগ করে দেওয়া হবে, তিনি শিশুদের শিক্ষাদানের নৈতিক অধিকার বোধ করবেন কীভাবে? মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষিত বেকারের এই দেশে চাকরির জন্য হাহাকার আছে এটা নির্মম সত্য। কিন্তু তাই বলে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার মৌখিক অংশের নম্বর পুনর্নির্ধারণের পরিপত্রটি বাতিল করা হোক। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যে যে প্রক্রিয়া চলছে তাও বন্ধ করা হোক। বিদ্যমান নিয়মেই ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের বহুল প্রশংসিত ব্যবস্থাটি চালু থাকুক।